দৈনিক খবর

তারিখ 07 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৬ই মে (শাহজাহান আলম সাজু প্রেরিত)।– অত্যন্ত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য প্রায় পাঁচ হাজার পুলিশ ও বিডিআর মোতায়েন করা হয়েছিল। এছাড়াও সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের সহস্রাধিক সদস্য নিয়োগ করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদের অপসারণ এবং উপাচার্য কর্তৃক দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় ছাত্রনেতা আফসার আলীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বয়কট করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে কালো [illegible]কা এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সমাবর্তন অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে আমাদের ক্যাম্পাসের বাইরে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগ (ম-ই) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শাহজাহান আলম সাজু। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ছাত্রমৈত্রীর আঃ রশীদ বকুল, সত্য বিশ্বাস, ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর নেতা নজরুল ইসলাম, আলমগীর হোসেন খান, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের বিশ্বজিৎ সাহা সন্টু, আঃ কাদের, ছাত্র ইউনিয়নের কার্তিক বিশ্বাস প্রমুখ। সমাবেশ শেষে কয়েক হাজার ছাত্র জনতার একটি বিশাল মিছিল কালো পতাকাসহ ক্যাম্পাসে ঢুকার চেষ্টা চালালে বিপুল পরিমাণে পুলিশ, বিডিআর মিছিলের গতিরোধ করলে ছাত্রঐক্য [illegible] রাস্তায় [illegible] পড়ে এবং [illegible] [illegible] ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করেন [illegible] বিদ্রোহী ও দুর্নীতিবাজ উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদকে অপসারণ এবং ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মেধাবী ছাত্রনেতা আফসার আলীকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে বর্তমান উপাচার্যের বিভিন্ন দুর্নীতিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাম্পাসে নিয়ে এসেছেন। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য দাবী করেছে ৭৫% ছাত্র সমাবর্তন অনুষ্ঠান বয়কট করেছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র নেতারা কেউই সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করেননি বলে জানা গেছে।